

জিয়া কি বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত?

অধ্যাপক শামস্ রহমান

১৫ অগাষ্ট জাতীয় শোক দিবস। ঐ দিন বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃসংশভাবে হত্যা করে সেনাবাহিনীর একদল সদস্য। হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন হয়েছে সে আজ দীর্ঘদিন। অপরাধীদের সাজা কার্যকর হয়েছে সেও বেশ অনেক বছর। সেখানে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বিচার বা অপরাধীদের তালিকায় নেই। তারপরও কেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত একবছরে অন্তত তিন বার বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে জিয়ার জড়িত থাকার প্রসঙ্গ টেনেছেন? দ্বিধাম্বিত না হয়ে তিনি সরাসরি বলেনঃ “(বঙ্গবন্ধুর) হত্যাকাণ্ডের সাথে জিয়া সম্পূর্ণভাবে জড়িত”। তিনি আরও বলেনঃ “জিয়া যে রাষ্ট্রপতি হল, সূত্রটা যদি খোঁজেন জিয়া ১৫ অগাষ্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল আমি তো বলব, একটা এজেন্ট হিসেবেই কাজ করেছিল” (bdnews24.com, 16 August 2018)। দেশী বিদেশী অনেক বিশ্লেষকের দাবী - খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। ১৫ অগাষ্ট ১৯৭৫’এর পরিবর্তি পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণও একই মত পোষণ করে। তবে মোস্তাককেও কখনো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি, তার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে। সেই সাথে বিশিষ্ট মার্কিন সাংবাদিক Lawrence Lifschultz’এর অনুসন্ধ্যানে বেরিয়ে আসে যে ‘সি আই এ’ বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত (Badhwar, Feb. 4, 2014, *CIA’s Dacca Connection*)। Lifschultz’কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে, কিসিঞ্জারের staff assistant on the National Security Council, Roger Morris বলেনঃ ‘it is absolutely plausible that Kissinger gave his nod to Mujib’s outer because Mujib was on Kissinger’s enemy list of the ‘three most hated men’ along with Allende and Thieu’(Badhwar, Feb. 4, 2014, *CIA’s Dacca Connection*)। তবে Lifschultz এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন আছে বলে উল্লেখ করেন।

তাহলে কি একদল জুনিয়র সেনাবাহিনীর সদস্যের সাথে জিয়া, মোস্তাক গং, এবং সি আই এ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত? বলা দুরূহ। তবে শুধু মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন জুনিয়র অফিসার এবং সৈনিক এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তা ভাবা বোধ হয় বোকামী। ‘জিগ্-ছ’ পায়েলের মত তারা সবাই হয়তো জড়িত। পুর বিষয়টা ছিল ‘একটি নীলনক্সার’ অংশ, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে মাত্র।

তবে আজগের এই প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জিয়ার ভূমিকা কি, শুধুমাত্র তা বোঝার চেষ্টা করা। আর জিয়া যুক্ত থাকলে, তার গুরুত্বই বা কতটুকু?

জেনারেল জিয়াউর রহমান যে বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তের বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন তা সম্ভবন প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় ১৯৭৬ সনে বিলাতের ITV টিভি চ্যানেলের “World in Action” প্রগ্রামে সাংবাদিক Anthony Mascarenhas’কে দেওয়া লেঃ কর্নেল (অব.)সৈয়দ ফারুক রহমান এবং লেঃ কর্নেল (অব.)খন্দকার আব্দুর রশীদে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে। এই সাক্ষাতকারে ফারুক-রশীদ দাবী করে যে বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তের বিষয়ে ১৫ই অগাষ্টের বহু পূর্বেই জিয়াকে তারা অবহিত করে। ফারুক জানায়ঃ “২০ শে মার্চ ১৯৭৫ সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটের দিকে সে জিয়ার বাসায় জিয়ার সাথে দেখা করে এবং তাকে বলেঃ “the country required a change”। উত্তরে জিয়া বলেঃ “Yes, yes, lets go outside and talk”। তখন জিয়া ফারুককে নিয়ে বাইরে বাড়ীর লনে যায়। সেখানে ফারুক পুনঃরায় বলেঃ “We have to have

a change. We, the junior officers, have already worked it out. We want your support and leadership”। জিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। জিয়া বলেঃ “If you want to do something, you junior officers should do it yourself” (Anthony Mascarenhas, *Bangladesh - A Legacy of Blood*, page 54, Hodder and Stroughton, London, 1986)।

আমরা অবশ্যই ভাবতে পারি বা প্রশ্ন করতে পারি - ফারুক-রশীদ বললো বলেই কি তা সত্য? এমনও তো হতে পারে যে, তারা তাদের দোষ কিছুটা লাঘব করার জন্য অন্যের ঘারে দোষ চাপাতে চেয়েছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে - কেন জিয়া? অন্য কোন সিনিয়র অফিসার নয় কেন? জিয়ার নামটা কি তারা হঠাৎ করে বা র্যান্ডমলি বলেছে? বিশ্লেষনে বোঝা যায় যে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭৬ সনে Mascaraenhas'কে দেওয়া জিয়ার এক সাক্ষাৎকার থেকে। Mascarenhas'এর ভাষায়ঃ “In July, 1976, while doing a TV programme in London on the killing of Sheikh Mujib I confronted Zia with what Farook had said (তাদের সাক্ষাতকারে)”। জিয়া এ ব্যাপারে উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকে। ফারুকের সাথে তার এমন কথোপকথনের বিষয়টি “Zia did not deny it - nor did he confirm it”(Anthony Mascarenhas, *Bangladesh - A Legacy of Blood*, page 54, Hodder and Stroughton, London, 1986)।

সাক্ষাৎকারে জেনারেল জিয়ার গরিমসি বা পাস কাটিয়ে যাওয়ার ভাব দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে ফারুকের সাথে জিয়ার এ কথোপকথন সত্য। এর সত্যতার আরও প্রমাণ মেলে আরও অনেক বছর পরে ১৯৯৭ সনে, যখন ফারুক জেলে আর রশীদ ইউরোপে। ১৯৯৭ সনে রশীদের সাথে মার্কিন সাংবাদিক Lawrence Lifschultz'এর সাক্ষাৎ হয় ইউরোপে। Lifschultz'এর ভাষায়ঃ “In 1997 I met Rashid for several hours in an European city.... I went over with him exactly what he had told Mascarenhas about Zia's involvement. Rashid confirmed to me the accuracy of his interview with Mascarenhas”। শুধু তাই নয় রশীদ Lifschultz'কে এ ব্যাপারে আরও বহু কিছু বিস্তারিত জানায়। রশীদ জোড়ালোভাবে বলে যেঃ “He (Rashid) had met General Zia numerous times prior to the coup and that Zia was fully in the picture (*In Conversation with Lawrence Lifschultz - The Daily Star*, December 4, 2014)। জিয়ার সাথে ফারুক-রশীদের সাক্ষাৎ এবং আলোচনা যে আরও অনেকবার হয়েছে তার প্রমাণ মেলে রশীদের স্ত্রী জোবায়দা রশীদের বক্তব্য থেকে। তিনি বলেনঃ “একদিন রাতে ফারুক জিয়ার বাসা থেকে ফিরে আমার স্বামীকে (রশীদ) জানায় যে, সরকার পরিবর্তন হলে জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে চায়। শুধু তাই নয়। জিয়া আরও বলেঃ “If it is a success then come to me. If it is a failure then do not involve me” (আসাদুজ্জামান - *বস সবকিছুর ব্যবস্থা নিচ্ছেন*, প্রথম আলো, ১৫ অগাষ্ট, ২০১৮)।

একই ভাবে, জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তের বিষয়ে অবহিত ছিলেন, কি ছিলেন না, তা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘন্টা পর কর্নেল শাফায়েত জামিল এবং জিয়ার কথোপকথন থেকে। তবে বিষয়টা বুঝতে হবে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই সকালে শাফায়েত জামিল জিয়ার সাথে দেখা করতে গেলে তাকে শেভরত অবস্থায় পায়। জামিল জিয়াকে বলেঃ “The President has been killed, Sir. What are your orders? উত্তরে জিয়া বলেঃ “If the President is no longer there, then the Vice President is there. Go to your headquarters and wait there”। তখন জামিলের দৃষ্টিতে

জিয়াকে অনেক শান্ত দেখায়, evidently aware of what had happened” (Anthony Mascarenhas, *Bangladesh - A Legacy of Blood*, page 76, 1986)।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি বিষয় এখানে পরিষ্কার - বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তের বিষয়ে জিয়া পূর্বেই অবহিত ছিল; চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা নেয়নি, বরঞ্চ চক্রান্তকারীদের উৎসাহিত করেছেন এবং সেই সাথে, আসন্ন পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হওয়ার ইচ্ছা পোষন করেন।

উপরের তথ্য এবং বিশ্লেষণ থেকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড এবং একটি নির্বাচিত সরকারকে অবৈধভাবে উৎক্ষাতে জিয়ার পূর্ণ সমর্থন ছিল। এ ব্যপারে Lifschultz’এর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ফলাফল পরিষ্কারঃ “Had he (Zia) been against the coup, as Deputy Chief of the Army, Zia could have stopped it. তার মতে “... Zia played perhaps the most crucial of all roles. He was the key “Shadow Man”. He (Zia) assured Rashid that he would make certain that the forces in the Army would not move against him and his men if they succeeded” (In Conversation with Lawrence Lifschultz - *The Daily Star*, December 4, 2014)।

এসব থেকে আমরা বলতে পারি যে, জিয়া জেনে শুনে এবং স্বজ্ঞানে উপ-সেনাপ্রধান হিসেবে দেশের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেননি। এ কারণে তার সাজা হতে পারে, তাই বলে কি বলা যাবে যে, জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তকারীদের একজন? যদি তাই হয়, তাহলে জিয়ার সাথে শুধু ফারুক-রশীদের নয়, হত্যা পরিকল্পনার Big Picture’এর অন্যান্যদের যেমন, খন্দকার মোস্তাক গং এবং সি আই এ’র সাথে ১৫ই অগাস্টের পূর্বে যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। তা কি ছিল? সত্য উৎঘাটনে এ বিষয়টা তলিয়ে দেখা জরুরী।

সময়টা ১৯৭৪। দেশে তখন সেনাবাহিনী দ্বারা অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান চলছে। সেই সময় জিয়ার ফারুকের বাসায় আসা-যাওয়া ছিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে জিয়া ফারুককে জিজ্ঞেস করেঃ “তোমরা ট্যাংক টুং ছাড়া দেশের আর খবরাখবর রাখো কী?” সেই সাথে আলাপের মাধ্যমে ফারুককে ইন্সটিগেট করে জিয়া যা বলেছিল তা অবাক করার মত। জিয়া বলেনঃ “দেশ বাচাঁনোর জন্য একটা কিছু করা দরকার” (আসাদুজ্জামান - *বস সবকিছুর ব্যবস্থা নিচ্ছেন*, প্রথম আলো, ১৫ অগাস্ট, ২০১৮)। তাহলে দেশকে নিয়ে জিয়ার ভাবনা নিদেনপক্ষে ১৯৭৪ সন থেকে। তবে কি জিয়ার কার্যকলাপ এবং গতিবিধি তখন থেকেই কোন ষড়যন্ত্রের পথে এগুচ্ছিল? দেশে এত মেজর থাকতে, জিয়া কেন ফারুককে বেছে নিয়েছিল এত সব বলার জন্য? নেহায়েত তাদের পূর্ব পরিচয় ছিল বিধায়? নাকি, অন্য কিছু? উল্লেখ যে, ১৯৭১ ১৬ই ডিসেম্বরের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ফারুক তদানিস্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। এখানে কি দুজনের মাঝে কোন ধরণের পাকিস্তান কানেকশন আছে? ঘটনাটা গবেষনার দাবী রাখে।

কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর মেজরদের সাথেই নয়, জিয়া ১৯৭৪ সনে বঙ্গবন্ধু সরকারের কর্মকর্তাদের সাথেও যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত পেশ করতেন। এমন একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে তৎকালীন বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের উপ-চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম। ১৯৭৪ এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ সরকার ভারতের সীমান্তে দিয়ে খাদ্যশস্য (ধান-চাল) চোরাচালান বন্ধের জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। উপ-সেনাপ্রধান হিসেবে এসব তত্ত্বাবধানের দায়ীত্বে ছিলেন জিয়া। ১৯৭৪’এর জুলাই-অগাস্টের কোন একদিন জিয়া আসেন নূরুল ইসলামের কার্যালয়ে। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশ থেকে ভারতে খাদ্যশস্যের চোরাচালানের পরিমাণ নিয়ে আলোচনার জন্য। আলোচনায় দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য চোরাচালান হচ্ছে বলে জিয়া মত পোষণ করেন এবং বলেনঃ “..... there was a very large scale smuggling ranging anywhere from half a million to a million tons” (Nurul Islam, *Making of a Nation Bangladesh - An*

Economist's Tale, The Univesity Press Limited, Dhaka, 2003, page 225)। পরিসংখ্যানটা নূরুল ইসলামকে অবাক করে। রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে নিয়ে কি করে এত অল্প সময়ে (এপ্রিল-জুন, ১৯৭৪) এত বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য চোরাচালান হয়েছে বলে তিনি বিশ্বয় প্রকাশ করেন। তাতে জিয়া খুশি হতে পারেননি। নূরুল ইসলামের মতেঃ “Estimates of massive smuggling of rice that Zia conveyed appeared improbable, considering the limited time involved and the poor state of roads and transportation systems in the boarder and adjoining areas in the early days of Bangladesh” (page 226)। বলাবাহুল্য, চোরাচালানের প্রাধান্যের বিবেচনায় তখন ধান-চালের অবস্থান ছিল ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম স্থানে (page 224)। সেই সময়, মানে ১৯৭৪ সনে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Brian Reddaway নামক এক অর্থনীতিবিদ Bangladesh Institute of Development Studies স্বল্প কালীন সময়ের জন্য ভিজিটে আসেন। (সেই সময়ে) বাংলাদেশ থেকে ভারতে চোরাচালানের উপর এক গবেষণায় লিপ্ত হন। এই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তিনি উপসংহার টানেন এই বলে যেঃ “smuggling was not significant enough so as to run into hundreds of thousands of tons” (Nurul Islam, *Making of a Nation Bangladesh - An Economist's Tale*, The Univesity Press Limited, Dhaka, 2003, page 225)। তাহলে, খাদ্যশস্য চোরাচালানের পরিমাণ অতিরঞ্জিত করে বলার কারণ কি? পিছনে কি জিয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? এবং তিনি তা করেন এমন একটা সময়, যখন মার্কিন প্রশাসন পি এল ৪৮০ অধীনে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ নানা অজুহাতে প্রায় নয় মাস ঝুলিয়ে রাখে। শেষে কিউবার সাথে পাটের ব্যাগের ব্যবসা করার দায়ে খাদ্য সরবরাহ চুক্তি বাতিল করে দেয়, আর যার ব্যাপক প্রভাব পড়ে ১৯৭৪'এর দুর্ভিক্ষের তীব্রতায়। কি হতে পারে জিয়ার সেদিনের সে উদ্দেশ্য?

মজার বিষয় হলো, খাদ্যশস্য চোরাচালানের ব্যাপারে জিয়ার মত তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুরেরও একই বক্তব্য। তাহের ঠাকুর আখাউড়ার চোরাচালান সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুকে একটি রিপোর্ট দেয়, তাতে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ ধান-চাল আগরতলা যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। ঘটনাটা এমন। ১৯৭৪ সনে মে মাসের কোন একদিন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কোন এক এলাকা পরিদর্শনে যাবেন। সঙ্গে যাবেন তাহের ঠাকুর। বাইরে হেলিকপ্টার অপেক্ষায়। ঠিক সেই সময় মেজর জেনারেল এম খলিলুর রহমান (মহাপরিচালক, বিডিআর) বাইরে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন করবেন বলে। যাবার সময় জেনারেল খলিলকে দেখেই বঙ্গবন্ধু খলিলকে প্রশ্ন করেনঃ “হ্যাঁ, ভাল কথা খলিল, চোরাচালানের কী অবস্থা বর্তমানে?” (মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান - *কাছে থেকে দেখা ১৯৭৩-৭৫*, প্রথম প্রকাশন, ২০১৬, পৃষ্ঠা ১১৪)।

উত্তরে জেনারেল খলিল বলেনঃ “নিয়ন্ত্রণেই আছে, স্যার”।

শুনে বঙ্গবন্ধু প্রশ্ন করেনঃ “আখাউড়ার কাছে মুকুন্দপুর এলাকায় নাকি ট্রাকে ট্রাকে, গাড়িতে গাড়িতে ধান-চাল আগরতলা যাচ্ছে? যে এলাকার কথা বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন, সে এলাকাটি নীচু। তখন মে মাসের শেষ দিক। জায়গায় জায়গায় পানি। আর রাস্তাঘাট নেই।

সংক্ষেপে খলিল বলেনঃ “না স্যার, কথাটা ঠিক নয়”। উত্তরে পাশে দাড়িয়ে থাকা তাহের ঠাকুর অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে জেনারেল খলিলকে লক্ষ করে বলেনঃ “দেখুন জেনারেল সাহেব, আপনারা আমলারা যা বলবেন, তা সব ধ্রুব সত্য, আমরা রাজনীতিকরা যা বলব সবই মিথ্যা” (মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান - *কাছে থেকে দেখা ১৯৭৩-৭৫*, প্রথম প্রকাশন, ২০১৬, পৃষ্ঠা ১১৪)। তাহের উদ্দিন ঠাকুরের কথা শুধু মিথ্যাই নয়, উদ্দেশ্যপ্রনোদিতও বটে! আমাদের দুঃভাগ্য, আমরা সেদিন বুঝতে পারিনি তার এসবের উদ্দেশ্য।

তাহের ঠাকুরের বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত নতুন কিছু নয়। শুরু হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময় থেকে। ১৯৭১ সনের আগস্ট, সেপ্টেম্বরে যারা গোপনে কোলকাতা হু মার্কিন কনসুলেট জেনারেলের অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাহের ঠাকুর তাদেরই একজন (মঈদুল ইসলাম, মূলধারা'৭১, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬, ঢাকা)। এই গোপন যোগাযোগের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে পাস কাটিয়ে অখণ্ড পাকিস্তানের অধীনে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানো। খন্দকার মোস্তাক, মাহবুব আলম চাষী, তাহের ঠাকুর সহ আরও তিন/চারজন সহযোগীদের এ ধরনের যোগাযোগের কথা পরবর্তীকালে Henry Kissinger নিজেও স্বীকার করেনঃ “We establish contact with the Bangladesh people in Calcutta, and during August, September and October of this year <(1971)>, no fewer than eight such contacts took place (India-Pakistan, Background briefing with Henry A Kissinger on December, '71, Congressional Record, December 9, 1971, page 45735)। খন্দকার মোস্তাক, মাহবুব আলম চাষী, তাহের ঠাকুর যে কোন এক ধরনের ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তে জড়িত, তা বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিও এড়াইনি। ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৪'এর ডিসেম্বরের শেষের দিকে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী Gough Whitlam তখন বাংলাদেশ সফরে আসেন। তার সম্মানে এক নৌ-ভ্রমণের আয়োজন করে। খন্দকার মোস্তাক এবং তাহের ঠাকুর সেই ভ্রমণের সফর সঙ্গী ছিলেন। দূর থেকে তিনি তাদের ফুসফাস দেখেন। কাছে গিয়ে দু'জনের দিকে লক্ষ করে বলেনঃ “... what are you up to and why are you always huddle together and engage in whispering campaigns?(Nurul Islam, *Making of a Nation Bangladesh - An Economist's Tale*, The Univesity Press Limited, Dhaka, 2003, page 165)।

জিয়ার আর তাহের ঠাকুরের খাদ্যশস্য চোরাচালানের পরিমাণ অতিরঞ্জিত করে বলার উদ্দেশ্য কী একই সূত্রে গাঁথা? তাহলে কি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে খন্দকার মোস্তাক গংদের সাথে জিয়ার যোগাযোগ ছিল? উল্লেখ, ১৯৭৫ সনের ১৪ই অগাষ্ট খন্দকার মোস্তাক এবং তাহের ঠাকুরের সচিবালয়ে দেখা হয়। কথোপকথনের সময় মোস্তাক তাকে বলেনঃ “এ সপ্তাহে জিয়া দুইবার এসেছিলেন। সে এবং তার লোকেরা তাড়াতাড়ি কিছু একটা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। বলপূর্বক মত বদলাইতে চায়, প্রয়োজনবোধে যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত” (আসাদুজ্জামান - *বস সবকিছুর ব্যবস্থা নিচ্ছেন*, প্রথম আলো, ১৫ অগাষ্ট, ২০১৮)। এসব কি প্রমাণ করে? খন্দকার মোস্তাকের মত জিয়াও কি বঙ্গবন্ধু হত্যার চক্রান্তকারীদের একজন? হতে পারে। তবে যুক্তিটা এতটা জোরালো নয়। আরও তথ্যের প্রয়োজন।

জিয়া যে শুধু খাদ্যশস্য চোরাচালানের পরিমাণের হিসেব দেওয়ার জন্যই বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের উপ-চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম সাথে দেখা করেন, তা নয়। জিয়া আরও একবার তার সাথে দেখা করেন। তবে তা গোপনে। আমার ধারণা এই সাক্ষাতের আলোচনার বিষয়বস্তু জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত কি না, তা অনুধাবনে সহায়তা করবে। নূরুল ইসলাম নিজেও মনে করেন এই সাক্ষাৎঃ “The most memorable meeting...”,?(Nurul Islam, *Making of a Nation Bangladesh - An Economist's Tale*, The Univesity Press Limited, Dhaka, 2003, page 167)। জিয়া এবং নূরুল ইসলামের সাক্ষাৎ ঘটে গোপনে, জিয়াউল হক নামে নূরুল ইসলামের এক বন্ধুর বাসায়। সাক্ষাতের সময় তারা দুজন ছাড়া বাসায় আর কেউ উপস্থিত ছিল না। ঘটনাটা ঘটে ১৯৭৪'এর শেষ দিকে, নূরুল ইসলামের বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ছেড়ে বিদেশ যাবার প্রাক্কালে। তিনি যে বিদেশে যাচ্ছেন, তা ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে। তাদের সাক্ষাতের বিষয়বস্তু ছিল খুবীই সুংক্ষিপ্ত। জিয়াও জেনেছেন নূরুল ইসলামের দেশ ছেড়ে যাবার কথা, তাই তাকে না যাবার জন্য রাজী করানোই ছিল এ সাক্ষাতের মূল বিষয়। জিয়া বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ‘নিকট ভবিষ্যতে’ দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা এমন থাকবে না। নূরুল ইসলামের ভাষায়ঃ “He (Zia) was

confident that in the not too distant a future, the situation would improve and the prevailing drift and uncertainty would disappear”(Nurul Islam, *Making of a Nation Bangladesh - An Economist's Tale*, The Univesity Press Limited, Dhaka, 2003, page 168)। নিঃসন্দেহে জিয়ার এই বক্তব্য অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। জিয়া কিভাবে জানেন যে, ‘নিকট ভবিষ্যতে’ দেশে পরিবর্তন আসন্ন? জিয়ার এ মন্তব্য নূরুল ইসলামকেও বিশ্বিত করে। তিনি বলেনঃ “I was surprised by the tenor of his talk and the confidence with which he spoke about the restoration of political and economic stability..... particularly by his confidence that in not ‘too distant’ a future....” (Nurul Islam, *Making of a Nation Bangladesh - An Economist's Tale*, The Univesity Press Limited, Dhaka, 2003, pages 168-169)। এত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারার উৎস কি? তাহলে জিয়া কি জড়িত বঙ্গবন্ধু হত্যার চক্রান্ত প্রক্রিয়ার সাথে?(আমার জানা মতে নূরুল ইসলাম এখনও জীবিত এবং সম্ভবত আমেরিকায় অবস্থানরত। অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ঘটনাটি যাচায়ের জন্য)।

এই প্রবন্ধের শুরুতে বিশিষ্ট মার্কিন সাংবাদিক Lawrence Lifschultz থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। প্রবন্ধের শেষেও Lifschultz’এর লেখায় একটি ঘটনার অবতারণা করছি। ঘটনাটি ঢাকায় একটি ডিনার ঘিরে যা সংঘটিত হয় ১৫ই অগাস্টের ৭ থেকে ১০ দিন পূর্বে। Lifschultz বলেন এই ডিনারে উপস্থিত ছিলেন মোট ছয়জন ব্যক্তিঃ ১৯৭৫ সনে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে অবস্থিত সি আই এ স্টেশন প্রধান Philip Cherry এবং তার স্ত্রী; জেনারেল জিয়া এবং তার স্ত্রী, এবং ডিনারের নিমন্ত্রণকর্তা (হোস্ট) এবং তার স্ত্রী। ঘটনার বিবরণের ভিত্তিতে Lifschultz দাবী করেনঃ “Zia and Cherry seems to know each other” (Lawrence Lifschultz, *A long road in search of the truth - August 15, 1975*, Dhaka Tribute, 14th August, 2018) এবং তার ভাষ্য মতে - সেই রাতে ডিনারের আগে এবং পরে দীর্ঘ সময় ধরে Cherry-জিয়ার মাঝে নিমন্ত্রণকর্তার বাসার বাগানে বসে কথোপকথন চলে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কি হতে পারে, তা বোঝা একজন সচেতন মানুষের কষ্ট হওয়ার কথা নয়। Lifschultz তার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে মন্তব্য করেনঃ “The evidence increasingly points to the fact that Zia was one of the principal architects of the coup and played a much more significant role than Khondaker Mustaque Ahmed” (Lawrence Lifschultz, *A long road in search of the truth - August 15, 1975*, Dhaka Tribute, 14th August, 2018)।

উপরের বিভিন্ন তথ্য এবং ঘটনার বিশ্লেষণের ফলাফল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে জেনারেল জিয়ার জড়িত থাকার মন্তব্যের সত্যতাই হয়তো প্রমাণ করে।